ICT DIVISION

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

এগিয়ে যাওয়ার আরও দুই বছর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে

মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এম.পি'র বক্তব্য

১২ জানুয়ারি ২০১৬

ICT DIVISION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিসি ভবন (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা

এগিয়ে যাওয়ার আরও দুই বছর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এম.পি'র বক্তব্য
১২ জানুয়ারি ২০১৬

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
জননেত্রী শেখ হাসিনার আধুনিক চিন্তা এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান তরুণ প্রজন্মের গর্ব খ্যাতিমান তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয়ের তথ্যপ্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞান থেকে উৎসারিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করা হয় ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর। জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সেদিন যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া হয় তাঁর মূল উপজীব্যই ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০০৯ সালে। বিগত সাত বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য ও সেবা পৌঁছে যায় মানুষের দোরগোড়ায়। বিশেষজ্ঞরা তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক এই অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আখ্যায়িত করছেন ডিজিটাল রেনেসাঁ বা ডিজিটাল নবজাগরণ হিসেবে। আর এই ডিজিটাল নবজাগরণ সৃষ্টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শ ও নির্দেশে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২০১৫ সালের ১২ জানুয়ারি এক বছর পূর্তি উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রমের ফিরিস্তি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা জানাতে। আপনারাই তা সেদিন গণমাধ্যমের সহযোগিতায় সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। এজন্য আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
ইতোমধ্যে আরও একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে।। আজও ঠিক একইভাবে বিগত দুই বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের কথা তুলে ধরার জন্য আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্জন ও সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমাদের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান। যার প্রতিফলন দেখতে পাই বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের বক্তব্যে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতিতে। ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের নাম

উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "বর্তমানে জিম্বাবুয়ে থেকে শুরু করে বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে এসব দেশে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।"

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন, "আমাদের প্রতিবেশী দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে।"

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান। বিগত বছরগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াচডগ হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। টানা দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডাব্লিএসআইএস) পুরস্কার ২০১৫ এবং আইসিটি সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৫ অর্জন আমাদের জন্য শুধু গৌরবের নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাফল্য ও কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

কানেক্টিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গোটা দেশকে কানেক্ট করার জন্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করছে। আমরা ইতোমধ্যে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার অংশ হিসাবে জেলা এবং উপজেলা পর্যন্ত কানেক্টিভিটি সম্প্রসারিত করেছি। বাংলাগভনেট প্রকল্পের আওতায় ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ২২৭টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ৬৪টি নির্বাচিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলার ১৮,৫০০টি সরকারি অফিসের কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮০০ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, ২৫৪টি এগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিসিসি ভবন ও বাংলাদেশ সচিবালয়ে ওয়াই-ফাই স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা যাতে অফিসের বাইরে থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সে জন্য তাদের মাঝে ২৫,০০০ হাজার ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ২৫ হাজার ট্যাব বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিদ্যমান জাতীয় ডাটা সেন্টারটির (Tier-3) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ডাটা সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে দাঁড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় একটি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ এ ল্যাবটির উদ্বোধন করেন। এছাড়াও একটি স্পেশাল সাউন্ড ইফেক্ট ল্যাব স্থাপন এবং ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন

২০১৫ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের একটি বড় ঘটনা ছিল কালিয়কৈর হাইটেক পার্কের অবকঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু করা। আপনারা জানেন, ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বোর্ডের ১২তম সভায় কালিয়কৈর হাইটেক পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কালিয়কৈর হাইটেক পার্ক নির্মাণের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু করলে শুধু কালিয়াকৈরে নয় বিভাগীয় এবং কয়েকটি জেলা শহরে হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। আপনার জানেন, মামলা জটিলতার কারণে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক এবং কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার পার্ক স্থাপন স্থবির হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর গাজীপুরের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক এবং জনতা সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগে দ্রুত সফলতা আসে। কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমির উপর হাইটেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ এবং ৫ নং ব্লকের জন্য হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও সামিট টেকনোপলিস লিঃ এর সাথে গত ২৮মে ২০১৫ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর গত ১১ আগস্ট ২০১৫ ৩নং ব্লকের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফাইবার অ্যাট হোমের কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৬ এপ্রিল ২০১৫ কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও সড়ক বাতি নির্মাণ কার্যক্রমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ৩ নম্বর ব্লকের ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। পার্কের ৪ নম্বর ব্লকের উন্নয়নের জন্য ডেভেলপার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে কালিযাকৈর অভ্যন্তরীন ও পার্কের আশেপাশের মানুষের জন্য প্রায় ৪,৯২১ মিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের ২৩২ একর জমি সংলগ্ন অতিরিক্ত আরও ৯৭ একর জমি হাইটেক পার্কের অনুকুলে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। পার্কটি প্রতিষ্ঠা হলে ৭০ হাজার লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আপনারা জানেন, ১৮ অক্টোবর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় জনতা টাওয়ারে কানেক্টিং স্টার্ট আপ ও 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেখানে বর্তমানে ১৬টি কোম্পানী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এখানে ৫০টি স্টার্ট আপ কোম্পানিকে এক বছরের জন্য অন্যান্য সবিধাসহ

বিনা ভাড়ায় জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে।
বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য ৪ নভেম্বর ২০১৫ চায়না বিবিবি গ্লোবাল পারচেজ প্লাটফরম লিঃ শেনজেন এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা লক্ষ্যে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করার জন্য ১ অক্টোবর ২০১৫ জাপানের রি-টেম কর্পোরেশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

যশোরে ৯.৪০ একর জমির উপর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৫ তলা মাল্টি টেনেন্ট ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। এ ভবনের ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আমি গত ৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ঐ ভবনে আইটি প্রশিক্ষণ কার্যকমের উদ্বোধন করেছি। ১২ তলা ডরমিটরি ভবনেরও প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

সিলেট ইলেক্ট্রনিক সিটি স্থাপনের জন্য ১৬২.৮৩ একর, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপনের জন্য ৩১.৬২ একর, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ৭.০৯ একর, আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের জন্য চুয়েটে ৫ একর জমি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে Accenture, Augmedix, Digicon Technologies Ltd Bangladesh-Japan IT and Kazi IT। পার্কে ডেভেলপার ও বিনিয়োগকারীদের প্রণোদনামূলক ফিসক্যাল ও নন-ফিসক্যাল সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১০টি এসআরও জারি করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন

● আমরা আগামী তিন বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে এক লক্ষ দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এ লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প গুণগত প্রশিক্ষণে ৩৪ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলছে। এর মধ্যে ৪ হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে ফার্স্ট ট্রাক ফিউচার লিডারের (এফটিএফএল) প্রশিক্ষণ, ১০ হাজারকে টপ আপ আইটি এবং ২০ হাজারকে ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ৩ হাজার ৫শ' শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উল্লেখ্য, আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং ১০ হাজার টপ আপ আইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

● বিসিসি'র বিকেআইসিটি থেকে ৩,২৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৮০ জন প্রতিবন্ধীকে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩২ জনের ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীন সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক

পার্ক প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে ৪,৯৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট স্কীমের আওতায় ১২৮৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও দেশের ২৬ টি প্রতিষ্ঠানের আইএসও সনদ ও ৩টি প্রতিষ্ঠানের সিএমএমআই লেভেল-৩ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

- বর্তমানে বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রবনতা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরিতে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের অধীনে ২০১৪ সাল থেকে ৫৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ি বসে বড় লোক কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪ হাজার ৭শ' ৫০ জন ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হয়। যাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী।
- আমি বিশ্বাস করি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সাররা নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে এবং আউটসোর্সিংয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত করবে।

ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও সেবার ডিজিটাইজেশন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও বাংলা ওসিআর

জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারি বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সেবার ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসাবে আইসিটি ডিভিশন মানুষের হাতের মুঠোয় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও অধিদপ্তরের তথ্য ও সেবার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির লক্ষ্যে আইডিয়া জেনারেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এসব আইডিয়ার মধ্য থেকে ৬০০ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। অ্যাপসগুলো গুগল প্লে স্টোরে রয়েছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে এসব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করছে। আমরা ইতোমধ্যে বাংলা অপটিক্যাল ক্যারাক্টার রিকোগনিশন (ওসিআর) করেছি। একটি কার্যকরী বাংলা অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন বাংলা ভাষাভাসি জনগণের জন্য দরকার। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্যের ডিজিটাইজেশন, ইতোমধ্যে কাগজে ছাপানো তথ্যগুলোকে কম্পিউটারে পড়ার উপযোগী করে তৈরি করা বাংলা ওসিআরের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। এই সফটওয়ারের মাধ্যমে যে কোন ছাপানো কাগজের ছবিকে স্ক্যান করে সফটওয়ারের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংশোধন বা এডিট করা যাবে এরকম একটি ডকুমেন্ট আকারে প্রস্তুত করা যাবে। এই সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তথ্য যে কোন এডিটর সফটওয়ারের মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে।

ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল টেক্সট বুক

লেখাপড়ার বিষয়কে আনন্দদায়ক করে উপস্থাপনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৭টি টেক্সট বইকে ডিজিটাল টেক্সট বুক বা

ই-বুকে রূপান্তর করেছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারকে এসব ই-বুক সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আগামী মার্চে ই-বুকের উদ্বোনের কথা রয়েছে।

আইসিটিভিত্তিক উদ্ভাবনীতে সহযোগিতা

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, রেল দুর্ঘটনা এড়াতে আগাম সতর্কীকরণ বার্তা, রোবট তৈরি এরকম অনেক উ দ্ভাবনীতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে আইসিটি ডিভিশন। ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে উদ্ভানীমূলক কাজের জন্য ৩৯ জনকে ২ কোটি ৮৫ লাখ ৭৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গবেষণা কাজের জন্য মাস্টার্স -এ ২৩ জন, এমফিল-এ ২ জন, পিএইচডিতে ৬ জনসহ মোট ৭৬ জনকে ১ কোটি ৯৮ লাখ ৪৭ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯ জনকে সর্বমোট ২৯ লাখ ২০ হাজার টাকা প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রোগ্রামিং কনটেস্ট, আইসিটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা, 'ইন্টারনেট সপ্তাহ', হ্যাকাথন আয়োজন

প্রেগামিং শেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটে। তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ৮ মে ২০১৫ জাতীয় পর্যায়ে হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রথমবারের এ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারির সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আগামীতে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের প্রোগ্রামিং এর আয়োজন করা।

তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্কুল-কলেজে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিতর্ক শিক্ষাথীদের মাঝে আগ্রহ ও সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ১২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত দেশের স্কুলগুলোতে আইসিটি বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৫ সালে ডিজিটাল মেলা ও ইন্টারনেট সপ্তাহের আয়োজন করে। মেলাতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ও পণ্য সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। "উন্নয়নের পাসওয়ার্ড আমাদের হাতে" শ্লোগানকে ধারন করে ৫- ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারনেট সপ্তাহ । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ইন্টারনেট সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। ইন্টারনেট সপ্তাহে নিরাপদ ইন্টারনেটের ব্যবহার সর্ম্পকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের কাছ থেকে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধনমূলক মোবাইল অ্যাপস তৈরির লক্ষ্যে ৫-৬ ডিসেম্বর ২০১৪ হ্যাকাথনের আয়োজন করা হয়।

ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ; শিশু সাংবাদিক ও স্বর্ণকিশোরীদের ল্যাপটপ প্রদান

আইসিটি ডিভিশন এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ প্রোগ্রামের আওতায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এ ল্যাপটপ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ৭শ' ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও শিশু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা পেশায় উৎসাহিত করার জন্য তাদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। গ্রামীন নারী শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আইসটি বিভাগ, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ ও স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করে।

আইসিটি শিল্প বিকাশের নানা ইভেন্ট

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এবং দেশের আইসিটি শিল্পকে দেশে ও বিদেশে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিগত দু'বছরে নানা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এসব ইভেন্টের আয়োজন করা হয় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ এর উদ্বোধন করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয় বানিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদসহ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, দেশী-বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর আগমন ঘটে এসব ইভেন্টগুলোতে। এছাড়াও, ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স, ই-আইডি ফোরাম ২০১৫, বিপিও সামিট ২০১৫ আয়োজন করে দেশীয় আইটি শিল্পের সঙ্গে বিদেশী আইটি শিল্পের সেতুবন্ধ তৈরি করে দেয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ বিপিও সামিট চলাকালে ২৩৫ জন তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ: অ্যা ল্যান্ড অব অপরচুনিটিস শ্লোগাণকে ধারন করে ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৫ আইসিটি ডিভিশন দ্বিতীয় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ারের আয়োজন করে। ৭টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ২ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি আমাদের আইটি শিল্পের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও এ খাতে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালাকে যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০০৯ এর সংশোধন, সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস করে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। বেসরকারি এসটিপি গাইডলাইন ২০১৫ এবং আইসটি অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। ভেনচার ক্যাপিটাল বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। ই-সেবা আইনের খসড়া ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের খসড়া প্রণীত হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১৫ সালের ১২ জানুয়ারি আমি আগামী চার বছরে দেশে যুগোপযোগী কার্যকর আইসিটি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা উত্থাপন করেছিলাম। পরিকল্পনার মধ্যে একটি জাতীয় ভিত্তিক কলসেন্টার স্থাপন, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার তৈরি, ইউনিয়ন পর্যন্ত ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন, সারা দেশে দুই হাজার কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন, ইনোভেশন-ডিজাইন-এক্সিলেন্স বিষয়ে একাডেমি গড়ে তোলা, সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন সেন্টার গড়ে তোলা, নতুন ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য ইনকিউবেটর তৈরি, বৃহৎ উপাত্ত বিশ্লেষণের (বিগ ডাটা অ্যানালাইটিকস) ব্যবস্থা ও টাইটানিয়াম ল্যাব স্থাপন করার কথা বলা হয়। বিগত বছরে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমি একে একে অগ্রগতির চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

জাতীয় ভিত্তিক কল সেন্টার প্রতিষ্ঠা

সর্বস্তরের জনগণের জন্য হেল্পডেস্ক স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক হেল্পডেস্ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ আগামী এক মাসের মধ্যে শুরু করা হবে। দেশের যে কোন নাগরিক এ কল সেন্টারে ফোন করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাইবার নিরাপত্তা, মাদকবিরোধী তথ্যসহ জীবন ও জীবিকার তথ্য জানতে পারবেন।

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার স্থাপন

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার স্থাপনের জন্য কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে সাড়ে ৭ একর ভূমির উন্নয়নের কাজ চলছে। চীনের এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮ সালের জুনের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

ইউনিয়ন পর্যন্ত ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন

আপনারা জানেন ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত কানেক্টিভিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যন্ত ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনের জন্য আমরা ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। বর্তমানে এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫শ' ৫৪ টি পৌরসভা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) সেন্টার ও ১২শ'টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হবে।

সারা দেশে দুই হাজার কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নামে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুই হাজার কম্পিউটার ল্যাব ও ৬৪ জেলায় একটি করে ল্যাংগুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ফার্নিচার পৌঁছে গেছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে

কম্পিউটার-ল্যাপটপও পৌঁছে যাবে।

ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড অনট্রাপ্রেনিউরশীপ একাডেমি ও আর অ্যান্ড ডি সেন্টার গড়ে তোলা

ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড অনট্রাপ্রেনিউরশীপ একাডেমি ও আর অ্যান্ড ডি সেন্টার এবং 'সাপোর্ট টু আইটি স্টার্ট আপ : ১০০০ ইনোভেশন বাই ২০২১' প্রকল্প দু'টিকে একীভূত করে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন সেন্টার গড়ে তোলা

সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় নানা ধরণের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তি উদ্যোগে অনেক সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এসব সফটওয়্যারের সার্টিফিকেশনের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন সেন্টার শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ডিপিপি প্রণয়ন করছে। শিগগিরই ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশীয় সফটওয়্যারের আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

নতুন ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য ইনকিউবেটর তৈরি

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক ৭টি আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ জন্য জমিরও ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও উদ্যোক্তা তৈরির জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

বৃহৎ উপাত্ত বিশ্লেষণ ও টাইটানিয়াম ল্যাব

বৃহৎ উপাত্ত বিশ্লেষণের (বিগ ডাটা অ্যানালাইটিকস) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আর বিসিসিতে ইতোমধ্যে একটি টাইটানিয়াম ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি, যে গতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে তাতে কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত সময়ের আগেই সব উদ্যোগের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

চার বছরের কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প ছাড়াও আমরা আরও কিছু প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছি যা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণকে এগিয়ে নিতে সহয়তা করবে। আমি এখানে কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের কথা তুলে ধরছি।

নারীদের ক্ষমতায়ণের জন্য মোবাইল আইসিটি ট্রেনিং ল্যাব চালু করতে যাচ্ছি। অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব সম্বলিত ছয়টি বাস সারাদেশ পরিভ্রমণ করবে। এসব বাসের ল্যাবগুলোতে

আগামী তিন বছরে ৫০ হাজার নারীকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, রবি এবং চীনের আইসিটি সল্যুশন সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে বাংলাদেশ লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে এ কার্যক্রম পরিচালিত হতে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের সমন্বিত কর্মপদ্ধতি পরিচালনার অংশ হিসাবে ন্যশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (এনইএ) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা তাদের অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য ও ডাটা ইন্টারঅপারেবল (আন্ত:পরিবাহী) হচ্ছে না। সরকারী এক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও ডাটা যাতে অন্য প্রতিষ্ঠান সহজেই পায় বা ইন্টারঅপারেবল হয় সেজন্য আইসিটি ডিভিশন ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (এনইএ) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় শিক্ষকদের পেনশন ভাতা প্রদান পদ্ধতির ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে।

বিচার বিভাগে প্রায় দুইশ' বছরেরও অধিককাল ধরে প্রচলিত ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিচার বিভাগ যৌথভাবে 'বাংলাদেশের বিচারিক ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনে সহায়তা প্রদান' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৮ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মামলা জটের নিরসন হবে, জনগণের দুর্ভোগ কমবে।

নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয় পত্রকে স্মার্ট কার্ড হিসাবে রূপান্তর করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এসব স্মার্ট কার্ডে কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটির (সিসিএ) মাধ্যমে ডিজিটাল সিগনেচারের ব্যবস্থা করবে।

আইসিটি ডিভিশন ইনফো লেডি প্রকল্প ও শ্রমজীবী দরিদ্রদের জন্য অচিরেই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর 'মা ক্যান্টিন' চালু করতে যাচ্ছে।

এছাড়াও, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্প, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও গেম শিল্পের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি স্থাপন প্রকল্প, ১২ জেলায় আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প, মহাখালী আইটি ভিলেজ স্থাপন প্রকল্প, রাজশাহী বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, সিলেট ইলেক্ট্রনিক সিটি, ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্মেন্ট ফেইজ-৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প, স্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প, ইআরপি সল্যুশন: পেপারলেস অফিস প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে প্রেরণাদায়ি একটি অঙ্গীকার ডিজটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। এই প্রেরণাদায়ি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বিগত দু'বছরে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও উদ্যোগের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ একটি ভাইব্রান্ট ও ডায়নামিক বিভাগ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এর কারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের সার্বক্ষণিক তদারকি। এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ মার্চ ২০১৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পরিদর্শন করেন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়জেদ জয় পাঁচ বার এ বিভাগে এসে সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় উপদেষ্টার পরামর্শ ও তদারকিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল। এর প্রতিফলন আপনারা দেখতে পাবেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হারে। ওই সময়ে আমাদের এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ১০২ শতাংশ।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমি এখানে এতক্ষণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রমগুলো তুলে ধরেছি। বিগত দু'বছরে আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি সে বিচারের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। একই সঙ্গে আমি তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের চলমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

ধন্যবাদ

ICT Division Website

www.ictd.gov.bd

ICT Division Facebook page

www.facebook.com/ictdivisionbd

www.facebook.com/godigitalbangladesh

LICT website

www.lict.gov.bd

ICT DIVISION

DIGITAL BANGLADESH

Skilled. Equipped. DigitalReady.

LICT

Leveraging ICT for Growth, Employment & Governance